শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাইস্কুল)

ষষ্ঠ শ্রেণি (বাংলা)

নমুনা উত্তরপত্র (ওয়ার্কশিট - ১)

১)

১.১) খ) সোই সোই

১.২) ক) ঘেউ আছে

১.৩) গ) চল্লিশ বছর

১.৪) গ) শিম্পাঞ্জি

১.৫) ক) সবুজে সবুজ

১.৬) ঘ) বর্ষাকাল

১.৭) ঘ) ঘাস ফড়িং

১.৮) ক) ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিনে

২)

২.১) পশুপাখিদের মানুষের দেওয়া নাম, বিভিন্ন নির্দেশ ইত্যাদির অর্থ তাদের শিখিয়ে দিলে তারা সেই কথার অর্থ বোঝে।

২.২) বনের পশুদের অন্য শক্তিশালী পশুদের আক্রমণ থেকে সর্বদা প্রাণ রক্ষাকরে চলতে হয়। প্রাণ যাবার আশঙ্কায় তাদের নীরব থাকতে হয়।

২.৩) আমিষাশী জন্তুরা খাবারের লোভে কখনো মানুষের সঙ্গে ভাব জমায় না, খাবার সময় তারা কাউকে বিশ্বাস করে না।

২.৪) কবিকে খুশি করার জন্য ঘাস ফড়িং সবুজ মাথা দুলিয়ে নানা রকম খেলা দেখিয়েছিল।

২.৫) কবির সঙ্গে এক বর্ষার দিনে ঘাস ফড়িং এর দেখা হয় এবং ক্রমে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। দূরে চলে যাবার পর বন্ধুকে দেখার জন্য আবার তিনি ফিরে যাবেন।

৩)

৩.১) প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবিনয় রায় চৌধুরির লেখা ‘ পশুপাখির ভাষা’ (মূলগ্রন্থ - সুবিনয় রায় চৌধুরির রচনা সমগ্র) রচনায় রিউবেন ক্যাস্টাং সাহেব যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর হিংস্র বন্যজন্তুদের সঙ্গে থেকেছেন, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত আছে।

ক্যাস্টাং সাহেব দীর্ঘকাল বন্য হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে থাকার সময় অনেকবার জংলি হাতির সামনে পড়েছেন, বাঘের গরম নিশ্বাস অনুভব করেছেন, প্রকাণ্ড ভাল্লুকের থাবা মুখের সামনে দেখেছেন, গরিলা প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে, কিন্তু প্রতিবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন পশুদের ভাষা জানার জন্য। পশুদের তাদের ভাষায় বলতে হয়েছে তিনি তাদের বন্ধু। তাদের গলার শব্দের অবিকল নকল করার দ্বারা তিনি পশুদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন।

বন্যজন্তুরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে স্বভাবত নীরব থাকে, পশুদের মনের বিভিন্ন আওয়াজ লক্ষ্য করে তার অবিকল নকল করলে পশুদের থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আমিষাশী প্রাণী খাবার সময় কারুর সঙ্গে ভাব করে না, কিন্তু নিরামিষাশী ভাল্লুক খাবার পেলেই সহজে ভাব জমায়। শিম্পাঞ্জি , ওরাং ওটাং এর ভাষা বেশি নেই। এরা ভালবাসা ও সহানুভূতি বোঝে। এরা চালাক, গরিলা একটু কম চালাক। সাহেব এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।